সংবাদ

তারিখ 19 APR 2018
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

মান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও

আরও দুই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেল

৮টির প্রক্রিয়া চলছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বর্তমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশের শিক্ষার মান নিয়ে নানা রকম বিতর্ক থাকলেও নতুন আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। দলীয় বিবেচনায় আরও আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের তোড়জোড় চালাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণে ২০১০ সালে একটি আইন করলেও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পুরনো অধিকাংশই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই সরকারের নির্দেশনা ও আইন অমান্য করে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

নতুন অনুমোদন পাওয়া দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হলো- খুলনায় খান বাহাদুর আহছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহীতে আহছানিয়া মিশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দিয়ে ১৭ এপ্রিল আদেশ জারি করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিবের রুটিন দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত সচিব মহিউদ্দীন খান গতকাল সাংবাদিকদের অনুমোদন

পৃষ্ঠা ১৫ ক ৫

অনুমোদন : পেল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই তথ্য জানান। অনুমোদন পাওয়া নতুন দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা হিসেবে আছেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। তিনি আহছানউল্লা ইউনিভার্সিটি অফ সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অনুমোদন নিয়ে ঢাকার তেজগাঁওয়ে সেটি পরিচালনা করছেন।

নতুন দুটিসহ বর্তমানে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ালো ৯৯টি। আরও আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

জানা গেছে, ২৩টি শর্তে নতুন দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সরকার ছয়/সাত দফা সময় দিলেও এখন পর্যন্ত ৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো নামকাওয়াস্তে স্থায়ী ক্যাম্পাসে গেলেও আইনের অনেক শর্তই উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। ইচ্ছেমতো আদায় করছেন টিউশন ফি। উদ্যোক্তাদের কেউ কেউ ১০ থেকে ২০ বছর ধরে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এমনকি বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যানের পদও দখলে রেখেছেন। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা বাণিজ্যেরও অভিযোগ রয়েছে।

অনুমোদনের অপেক্ষায় ৮ বিশ্ববিদ্যালয়

মন্ত্রণালয়ে জমা পড়া শতাধিক আবেদন থেকে নতুন আরও আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জোরালো তৎপরতা শুরু করেছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। উদ্যোক্তারা আগামী সংসদ নির্বাচনের আগে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানা গেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং 'বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের আবেদন করেছেন। বিরোধী দলের নেতা রওশন এরশাদ 'রওশন এরশাদ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ' এবং শামসুল আলম নামের একজন সিঙ্গাপুর প্রবাসী শাহ মখদুম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন করেছেন। এছাড়া জাতীয় পার্টির সাবেক সংসদ সদস্য এইচএম গোলাম রেজা 'সিঙ্গাপুর ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ', বর্তমান সংসদ সদস্য শামসুল আলম ভূঁইয়া 'অ্যাপোলা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি', জাতীয় সংসদের প্রধান হুইপ আ স ম ফিরোজ 'সাউথ রিজন ইউনিভার্সিটি', ইঞ্জিনিয়ার একেএম মোশাররফ হুসাইন নামের এক ব্যক্তি 'ইন্টারন্যাশনাল স্টান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি' এবং বাংলাদেশ বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি সঙ্ঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরো 'ইউনিভার্সিটি অব অতীশ দীপঙ্কর বজ্রযোগিনী' স্থাপনের অনুমোদন চেয়ে মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।